ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা; হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট, আহত ১৬

ঝিনাইদহে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় অর্ধশত বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। করা হয়েছে লুটপাট। এ ঘটনায় আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত ১৬ জন।

আজ সোমবার (৮জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী, হীরাডাঙ্গা ও সুরাপাড়া গ্রামে ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া, শিতলী, বেড়বিন্নী ও চটকাবাড়ীয়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল নির্বাচিত হন। ফলাফল ঘোষণার পর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামে নৌকার সমর্থক ও ঈগল প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত বাধে এতে ঈগল প্রতীকের ৬জন সমর্থককে মেরে আহত করে। আহতদের রাতেই ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন সকালে সদরের ৩ টি গ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এরই জের ধরে সোমবার সকালে মহুলের সমর্থক পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরনের অনুসারীরা পরাজিত নৌকা প্রতিকের প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমির সমর্থক জেলা যুবলীগের সদস্য ইব্রাহিম খলিল রাজার বাড়ীসহ তার অনুসারীদের বাড়ীতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা বারইখালী, হীরাডাঙ্গা ও শুরাপাড়া গ্রামের অন্তত ৫০ টি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করে। বাঁধা দেওয়ায় তাদের হামলায় নারীসহ আহত হয় অন্তত ১০ জন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।এছাড়া হরিণাকুণ্ডুর তেতুলিয়া পাড়ায় ঈগলের সমর্থক চটকাবাড়ীয়া গ্রামের রনি নামে এক যুবককে ড্যাগার দিয়ে কুপিয়ে আহত করে সজিব নামে এক নৌকার সমর্থক। তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, ৩ টি গ্রামে কয়েকটি

বাড়িঘর ভাংচুর করা হয়েছে। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতীক জয়ী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ৪র্থ বারের মতো নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ৪র্থ হাজী আলী আজগর টগর নৌকা প্রতিক নিয়ে জয়লাভ করেছেন গতকাল রবিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে রাত সাড়ে দশটার সময় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চলে চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোট গ্রহণ কার্যক্রম । ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নিয়ে গঠিত এবং চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মিলে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসন। এই আসনে ৪র্থ বারের মতো বেসরকারি ভাবে নৌকা প্রতিকে জয়লাভ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনিত নৌকার প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এ সময় নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ঈগল প্রতিক থেকে ২৩ হাজার ৪ শত ৯৮ জনের ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন। নৌকা প্রতিকে সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ভোট পেয়েছেন ৯৬ হাজার ২ শত ৬৬ জনের ভোট।

থেকে সরে দাড়ালেও তিনি লাঙ্গল প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৭ শত ৭৮ জনের ভোট। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা ৭ হাজার ৬ শত ৬৯টি।সংসদীয় ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মোট প্রদত্ত ভোটের হার ৪৬ শতাংশ।

উল্লেখ যে, চুয়াডাঙ্গায় দু’টি সংসদীয় আসনে ভোটকেন্দ্র ছিলো ৩৫৪টি। যার মধ্যে ২০৫টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং ১৪৯টি কেন্দ্র সাধারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। কিন্তু কোন প্রকার অপ্রতিকার কর্মকাণ্ড ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ভোট দেয় সাধারণ নাগরিক।
জেলার দু’টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ লাখ ৫০ হাজার ৭৮ জন। নির্বাচনী এলাকা ৭৯ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪১ হাজার ৩৮৭ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৪২ হাজার ৫৮৯ জন। মোট ভোট কেন্দ্রে সংখ্যা ১৮১টি। নির্বাচনী এলাকা ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ দামুড়হুদা উপজেলা, জীবননগর উপজেলা নিয়ে গঠিত। চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৯৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৪২ জন এবং মহিলা ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ৬৯২ জন। মোট ভোটকেন্দ্রে সংখ্যা ১৭৩টি।

তৃতীয় বারের মত এমপি হলেন ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৩য় বারের মত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতিক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। নৌকা প্রতিক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে বে-সরকারি ভাবে বিজয়ী হন তিনি।

আজ রবিবার রাত আটটার দিকে বেসরকারি ভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষনা করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম হাসান বেসরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন।

ফরহাদ হোসেনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান ট্রাক প্রতিক নিয়ে ৫৭৬৯২ ভোট পেয়ে পরাজিত হন।

সকাল ৮ থেকে ভোট গ্রহন শুরু হয়ে বিরতীহিন ভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহন। মেহেরপুর ১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৩৭ জন।

এদিকে, বিজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়েছে ফরহাদ হোসেনের সমর্থকরা। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমাই হোসেনের বাসভবনের সামনে। ফলাফল ঘোষণার পরে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাকে।

এর আগে ২০১৪ সালে এবং ২০১৮ সালে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান।

কুষ্টিয়া-২ ইনুকে হারিয়ে এমপি হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন। কামারুল আরেফিন ট্রাক প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। প্রায় ২৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কামারুল আরেফিন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাসদ থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হলেও ২০০৮ সালে এসে মহাজোট থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। এরপর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও ২০১৮ সালে বিএনপি-জামায়াতকে কোণঠাসা করে জয়ী হন বড় ব্যবধানে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইনু ২ লাখ ৮০ হাজার

৬৩৬ ভোট। তবে এবার এসে তার ভোটের সংখ্যা মাত্র ৯২ হাজার। এর আগে ৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভোটের হিসেব করলে দেখা যায় ৩০ হাজারের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছিলেন তিনি।

এদিকে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা কারনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় ইনুসহ জাসদের। যার ফলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ইনুকে চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগী উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

কামারুল আরেফিন ৮০’র দশকে ছাত্রলীগের রাজনীতির মাধ্যমে। এরপর যুবলীগের রাজনীতি শুরু করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ছিলেন। পরে হামলা-মামলায় টিকতে না পেরে পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ২০১১ সালে সদরপুর ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিপুল ভোটে। পরে কাউন্সিলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের পর ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর ২০১৮ সালে এসেও একই পদে জয়ী হন তিনি।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মিরপুর ও ভেড়ামারায় তার জনপ্রিয়তা আছে কর্মিদের মাঝে। দেশ সেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন কামারুল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ইনুর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নানা প্রতিকুলতার পরও তাকে মাঠ থেকে সরাতে পারেনি ইনু। বিরোধিতার পরও ভোটের মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে ইনুকে ঘায়েল করেছেন জয়ী হয়েছেন।

জয়ী হওয়ার পর দুই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

জয়ী হয়ে কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমি জনতার নেতা। সব ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগন ভোট দিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। আমি শুকরিয়া জানাই আল্লাহর দরবারে। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর এ দেনা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব।’

এদিকে ইনুর পরাজয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এদিকে ৩৩ বছর পর এমপি পেল মিরপুরবাসী। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন আব্দুর রউফ চৌধুরী। এরপর ভেড়ামারা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছে বারবার। তার আগে ১৯৮৬ সালে জামায়াতের আব্দুল ওয়াহেদ এমপি হন প্রথমবারের মতো।

ঝিনাইদহের ৩টিতে আওয়ামী লীগ ১ টিতে স্বতন্ত্র বিজয়ী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ ৪টি আসনের ৩টিতে আওয়ামী লীগের নৌকা এবং ১টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঈগল প্রতীক বেসরকারী ভাবে নির্বাচিত হয়েছে।

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত আব্দুল হাই এমপি নৌকা প্রতীকে ৯৫হাজার ৬৭৪ ভোট পেয়ে বেসরকারী ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন , তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নজরুল ইসলাম দুলাল স্বতন্ত্র ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৭৯হাজার ৭২৮ ভোট।

ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডু) আসনে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল স্বতন্ত্র ঈগল প্রতীকে ১লাখ ৩৭ হাজার ৫৮৭ ভোট পেয়ে বেসরকারী ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত তাহজীব আলম সিদ্দিকী এমপি নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ১লাখ ১৫হাজার ১৫ ভোট।

ঝিনাইদহ-৩(মহেশপুর- কোটচাঁদপুর) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত সালাহ উদ্দীন মিয়াজী নৌকা প্রতীকে ৮৩ হাজার ১৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুল আজম চঞ্চল ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৬৪ হাজার ৯০৯ ভোট।

এছাড়া ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ- সদরের একাংশ) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত আনোয়ারুল আজিম আনার নৌকা প্রতীকে ৯৬ হাজার ৫০৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের আব্দুর রশীদ খান পেয়েছেন ৫৭ হাজার ১০০ ভোট।

মেহেরপুর-২ আসনে ডাক্তার নাজমুল হক সাগর এমপি নির্বাচিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর- ২ (গাংনী) আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর (নৌকা প্রতীক) ৭২ হাজার ৭২৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি মকবুল হোসেন (ট্রাক প্রতীকে) পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৫৯৩ ভোট।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রীতম সাহা আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বেশি পেয়েছেন ২৩ হাজার ১৩৫ ভোট।

এ আসনে ভোটার সংখ্যা ২লাখ ৫৫ হাজার ৯২৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ২৭ হাজার ৪৯৩ জন, মহিলা ভোটার ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৩৪ জন এবং হিজড়া ভোটার ২ জন।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনে ঢেঁকি মার্কা প্রতীকে জাতীয় পার্টির যোগদান

দর্শনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সতন্ত্র প্রার্থী মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লল্টুর ঢেঁকি মার্কা প্রতিকে সমর্থন জানিয়ে দর্শনা পৌর

জাতীয় পার্টির নের্তৃবৃন্দের যোগদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে অবস্থিত ঢেঁকি মার্কা প্রতিকের অফিসে এ যোগদান অনুষ্ঠিত হয়।

যোগদান অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ঢেঁকি মার্কা প্রতিকের সতন্ত্র প্রার্থী মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লল্টু’র হাতে হাত রেখে ঢেঁকি মার্কার সমর্থন জানিয়ে দর্শনা থানা ও পৌর জাতীয় পার্টির ১৫/১৬ জন নেতাকর্মী যোগদান করেন।

দর্শনা পৌর ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সভাপতি কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টুর সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে যোগদান করেন, দর্শনা থানা কমিটির জাতীয় পার্টির সভাপতি নুর জামাল, সহ-সভাপতি ফরহাদ খান শিল্পি, সম্পাদক হায়দার আলী বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হোসেন, শ্রম সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন বাবু, দর্শনা পৌর শাখার সভাপতি এনামুল হক সন্টু, সহ-সভাপতি মজিবর রহমান, যুগ্ন সম্পাদক মাসুদ করিম মিন্টু, প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জাসদের প্রার্থী নির্বাচন প্রত্যহার করে উঠলেন নৌকায়

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু) সমর্থিত চুয়াডাঙ্গা জেলা জাসদের সদস্য চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী দেওয়ান মোঃ ইয়াসিন উল্লা মশাল প্রতীক প্রত্যহার করে নৌকায় উঠলেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় দর্শনা পৌর জাসদের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের এ ঘোষণা দেন তিনি।

দামুড়হুদা উপজেলা জসদের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম লুল্লু জানান, ১৪ দলের নীতিগত সিদ্ধান্ত জোট গতভাবে ভোট করা। সেই মোতাবিক

আমাদের চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী দেওয়ান মোঃ ইয়াসিন উল্লাহ মশাল প্রতীকে নির্বাচন প্রত্যাহার করেন। আজকের থেকে আমারা নৌকার পক্ষ কাজ করবো।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসেন জাসদ (ইনু) মশাল প্রার্থী দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ জানান,সারাদেশে ১৪ দল জোট গত ভাবে আন্দোলন সংগ্রাম সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করে আসছে। সামনে জাতীয় নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে নেতা কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে আমি নির্বাচনে আগামী নির্বাচনে মশাল মার্কা প্রতীকে নির্বাচন প্রত্যহার করছি। আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থী আলী আজগার টগরের সমর্থন করে জাসদের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সহ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, আওয়ামীলীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর জাসদের আহবায়ক জাকারিয়া জাকির, কেন্দ্রীয় জাসদের সদস্য আব্দুস সামাদ বিপু।

পরে দর্শনা পৌর জাসদের সভাপতি জুলফিকার হায়দার সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন,আমরা পৌর জাসদের দায়িক্তে আছি আমরা কোন কিছুই জানিনা। আমাদেরকে না জানিয়ে প্রার্থীতা প্রত্যহার করেছে। আমরা দর্শনা পৌর জাসদ সমর্থন করিনা বলে অভিযোগ করেন।তিনি আরও বলেন দামুড়হুদা উপজেলা জাসদের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম লুল্লু সে তার একক সিধান্তে তার একক প্রার্থী প্রত্যহার করেছে।।দর্শনা পৌর জাসদ কোন রকম এ সমর্থন করে না।

নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা বন্ধ হলেও মোবাইলে ক্ষুদে বার্তায় ভোট প্রার্থণা

নির্বাচন ঘিরে শুক্রবার সকাল ৮টায় প্রচার-প্রচারণা সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচন ঘিরে কৌশলে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন

প্রার্থীরা। মাঠপর্যায়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও এসএমএস করেও প্রার্থীরা চালিয়ে যাচ্ছে প্র্রচার-প্রচারণা।

ডিজিটাল প্রচার-প্রচারণায় আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এগিয়ে রয়েছেন। তিনি গ্রামীন ফোনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গ্রামীণ মোবাইল, রবি, এয়ারটেল ও বাংলালিংক মোবাইল গ্রাহকদের মোবাইলে ফরহাদ নামে tgwo tu 21242 নম্বর থেকে ভোট প্রার্থণা করছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার জিপি থেকে প্রেরিত ওই ক্ষুদেবার্তা প্রেরণের সময় মেহেরপুরে অবস্থানকারী প্রায় সাড়ে তিনলাখ মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা এসেছেন। ক্ষুদে বার্তায় বলা হয়েছে ‘সমৃদ্ধ ও শান্তিময় মেহেরপুর গড়তে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন। শুভেচ্ছান্তে ফরহাদ হোসেন’। ম্যাসেজ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানাগেছে ক্ষুদেবার্তা প্রেরণের সময় চারটি টাওয়ারের আওতায় গতকাল বৃহস্পতিবার সাড়ে তিনলাখ মোবাইল চালু ছিলো। প্রত্যেকে ওই ক্ষুদে বার্তা পেয়েছেন। প্রতিটি ক্ষুদেবার্ত বাবদ ভ্যাটসহ একটাকা খরচ বলেও জানাগেছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী প্রফেসর আবদুল মান্নানের পক্ষে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কর্মী নির্বাচনী মাঠে থাকা কর্মী সমর্থকরা ভোট প্রার্থণা করে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা দিচ্ছেন।
প্রফেসর আবদুল মান্নান মেহেরপুর-১ (মুজিবনগর-মেহেরপুর) আসনের ভোটারদের প্রতি ফেসবুকে আহবান রেখেছেন- ‘আপনারা ভোট কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে যাবেন, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সুখি সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহায়তা করবেন। জননেত্রি শেখ হাসিনা একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ’। প্রফেসর মান্নানের ওই আহবান দেখেছেন ৩১ হাজার জন, ১০১ জন শেয়ার, সাড়ে তিন হাজারের বেশি লাইকসহ শুভকামনা জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

ফেসবুকে প্রফেসর মান্নানের ওই আহবানে এক সমর্থক মন্তব্য লিখেছেন-পিছু ফিরে তাকানোর দিন শেষ। এবার সমৃদ্ধির পথ ধরে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। আসুন আপনি, আমি এবং আমরা সবাই মিলে ট্রাক মার্কায় ভোট দিয়ে গড়ে তুলি সমৃদ্ধিশালী মেহেরপুর।

[redacted]

[redacted]

[redacted]